প্রশ্নফাঁস ॥ অপরাধের বিচার হবে তো?

প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত নিকৃষ্টমানের ঘটনার জন্ম দিয়ে অনুষ্ঠিত হল সারাদেশে ৫টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে এসএসসিই হল প্রথম পাবলিক এক্সজামিনেশন। এজন্য দারুণ টেনশনে থাকে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী। টানা ৯ বছর নিজের স্কুলের বেঞ্চে বসে একজন ছাত্র অথবা ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। ১০ বছরের মাথায় সিট পড়ে অন্য স্কুলে। নতুন পরিবেশ। প্রশ্নপত্র কমন পড়বে তো? নানান টেনশনে রাতের ঘুম পালিয়ে বেড়ায়। নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী। ঠিক এই পরিবেশে তারা পরীক্ষার হলে গিয়ে যদি শোনে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রশ্নপত্র পরীক্ষার হলে বিলি করার আগেই তা জানাজানি হয়ে গেছে। তাহলে ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এবারের এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র নিয়ে হয়ে গেল তুলকালাম কান্ড! ইংরেজী প্রথমপত্রের একটি অংশ এবং দ্বিতীয়পত্রের উভয় অংশ স্থগিত ঘোষণা করেছেন কর্তৃপক্ষ। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণেই এটা করতে হয়েছে। সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়ানোর জন্য নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরীর পর তা ছাপিয়ে অংক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। দারুণ এক টেনশনের মধ্যদিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ক্লাসের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাও ছুটতে শুরু করেছিল এখানে-সেখানে। একজন অভিভাবক বললেন, ছেলেকে কোনভাবেই বাসায় আটকে রাখা যাচ্ছিল না। ভাল ছাত্র। অথচ প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে শুনে তার যেন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। তার শুধু একটাই বক্তব্য ছিল আমি পড়াশুনা করে যে ধরনের রেজাল্ট করতে পারবো না, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে অনেক অমনোযোগী ছাত্র হয়তো তারচেয়ে ভাল রেজাল্ট করবে। এই ধরনের অবস্থা হয়েছিল বিশেষ করে প্রতিটি শহরের বাসা বাড়িতে। বিশেষ করে যাদের ছেলে-মেয়ে পরীক্ষার্থী তারাও ছিলেন অস্থির। পাবলিক পরীক্ষার সময় এই ধরনের টেনশনপূর্ণ মুহূর্ত কারও কাম্য নয়। দেশের ৭ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার সময় ওরা কেউই টেনশনবিহীন অবস্থায় ছিল না। প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে! আদৌ পরীক্ষা কি অনুষ্ঠিত হবে? এই ধরনের মানসিক দুশ্চিন্তায় সময় কেটেছে অনেকের।

পরীক্ষা নিয়ে বিড়ম্বনার যেন শেষ নেই। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত পরীক্ষার হলে নকলের বিষফোঁড়া তো সারানো যায়নি। যতই বছর যাচ্ছে, পরীক্ষার হলে নকল প্রবণতার চিত্র যেন ভয়াবহ হয়ে উঠছে। সারা বছর বইয়ের সাথে সম্পর্ক নেই। পরীক্ষার হলে বইয়ের পাতা পকেটে নিয়ে বসছেন অনেক ছাত্র নেতা। ফলে নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে আহত হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেট, কর্তব্যরত শিক্ষক। পরীক্ষার হলে নকলের ঘটনা শুধু ছাত্রদের দ্বারাই ঘটে না। এক শ্রেণীর শিক্ষকও নাকি এই জঘন্য ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। দেশের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ স্বয়ং এই ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। শোনা যায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কতিপয় শিক্ষকও নাকি জড়িত। তাহলে কোন্ গন্তব্যে ধাবিত হচ্ছি আমরা?

এসএসসি পরীক্ষা শেষ হচ্ছে। ঈদের পর শুরু হবে এইচএসসি পরীক্ষা। তরুণকণ্ঠের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে আমাদের অনুরোধ, সামনে এইচএসসি পরীক্ষা। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত জঘন্য অপরাধ আর যেন সংঘটিত না হয়। এর জন্য এসএসসি'র ঘটনায় যারা জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া জরুরী। এইচএসসি পরীক্ষায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা আর যেন কোন ধরনের টেনশনে না পড়ে সেই পরিবেশ চাই।

❑ রেজানুর রহমান